সংবাদ

OCT 28 2006
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচান

বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বে জোট সরকারের গত পাঁচ বছরের কুশাসন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসের প্রান্তে নিয়ে গেছে। দলীয় বিবেচনায় নিযুক্ত উপাচার্যদের বিধিবহির্ভূত প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, দুর্নীতি, জনপ্রীতি, অন্ধ দলীয় রাজনীতির চর্চায় বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন ধুঁকে ধুঁকে চলছে। বর্তমান উপাচার্য তার মেয়ে, মাতা, মেয়ের ননদসহ অন্য আত্মীয়-স্বজন এবং নিজ এলাকার পছন্দের লোকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভাগ ও দপ্তরে চাকরি দিয়ে দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির সব রেকর্ড ভঙ্গ করার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবারতন্ত্র য়েম করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ চারদলীয় জোট কারের শাসনামলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ উপলক্ষে এক সংবাদ ম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন। শ্বেতপত্রে বলা হয়, আইন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বাছাই কমিটি প্রপিত ছয়টি পদের বিপরীতে ছয়জন প্রার্থীকে নির্বাচিত করলেও বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আলতাফ সেন তার পছন্দের আরেকটি নাম অন্তর্ভুক্ত করে সাতজনের নাম সিন্ডিকেটে পেশ করেন। দুই বছর আগে ক্রপ য়েন্স' নামে একটি বিভাগ খুলে সেখানে কয়েকজন দলীয় লোককে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। বিভাগটিতে কোন ক্ষার্থী ভর্তি না হলেও শিক্ষকরা বেতন-ভাতা তুলছেন নিয়মিতই। প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশ ছাড়াই বর্তমান পাচার্য নির্বাহী আদেশে রসায়ন বিভাগে চারটি পদে আটজনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। একইভাবে র্কেটিং, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ফিশারিজ বিভাগেও পদের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ছাড়াও কম্পিউটার সায়েন্স, নাট্যকলা ও সঙ্গীত, চারুকলা ও ভাষাসহ বিভিন্ন বিভাগে যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে লীয় বিবেচনায় কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে।

শ্বেতপত্রে দুর্নীতি ও অনিয়ম সম্পর্কে বলা হয়, আর্থিক সঙ্কটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বারবার র্তৃপক্ষকে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংযত থাকার নির্দেশ দিলেও সাবেক উপাচার্য ফাইসুল ইসলাম ফারুকী ও সাবেক প-উপাচার্য অধ্যাপক ড. শাহাদাৎ হোসেন মণ্ডল কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ছাড়াই ২৫৫টি শূন্যপদের বিপরীতে ৫৪৪ ন কর্মচারীকে নিয়োগ দেন। চাকরি দেয়ার নাম করে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ নেয়া হয়েছে বলেও ভিন্ন সময় অভিযোগ উঠেছে। পরিবহন দপ্তর, প্রকৌশল শাখা ও অন্যান্য দপ্তরে নিয়মবহির্ভূত টেন্ডার ও বিভিন্ন য়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। উপাচার্য দপ্তরসহ প্রশাসনের বেশকিছু পদে এমন কিছু র্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও অনৈতিকতার সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে।

এ সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস এবং ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা ভাগের অধ্যাপক ড. এস তাহের আহমেদ সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হন। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র শিবিরের সভাপতি হবুবুল আলম সালেহী ড. তাহের হত্যা মামলার অন্যতম আসামি হলেও বর্তমান উপাচার্য তাকে ধিবহির্ভূতভাবে মাস্টার্স পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেন। এই অনুমতি দেখিয়ে সালেহী হাইকোর্ট থেকে তার মিনের ব্যবস্থা করে। উপাচার্য সালেহীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার পার্টিতে উপস্থিত থেকে সন্ত্রাসকেই ৎসাহিত করেছেন।

এতসব অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি করেও শুধু দলীয় আনুগত্যের কারণে উপাচার্যরা পার পেয়ে গেলেও শ্ববিদ্যালয়টিকে তারা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। শুধু রাজনৈতিক স্বার্থে শিক্ষাঙ্গনের মতো তিষ্ঠানগুলোকে নষ্ট করে দেয়ার অধিকার কেউ রাখে বলে আমরা মনে করি না। বিদায়ী সরকার এ বিষয়ে কোন দক্ষেপ নেয়নি। দেশের ভবিষ্যৎ এবং বিশ্ববিদ্যালয়টিকে রক্ষার স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে ষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা এবং উপাচার্যকে বরখাস্ত করে একজন যোগ্য শিক্ষাবিদকে নিয়োগ করতে হবে।